রবি-হারা

কাজী নজরুল ইসলাম

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত -পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে
উদাস গগন-তলে
বিশ্বের রবি, ভারতের কবি,
শ্যাম বাঙলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে বলে।

তব ধরিত্রী মাতার রোদন তুমি শুনেছিলে না কি,
তাই কি রোগের ছলনা করিয়া মেলিলে না আর আঁখি?
আজ বাঙলার নাড়িতে নাড়িতে বেদনা উঠেছে জাগি';
কাঁদিছে সাগর নদী অরণ্য, হে কবি, তোমার লাগি'।

তব রসায়িত রসনায় ছিল নিত্য যে বেদ-বতী,
তোমার লেখনী ধরিয়াছিলেন যে মহা-সরস্বতী,
তোমার ধ্যানের আসনে ছিলেন যে শিব-সুন্দর,
তোমার হৃদয়-কুঞ্জে খেলিত যে মদন-মনোহর,
যেই আনন্দময়ী তব সাথে নিত্য কহিত কথা,
তাহাদের কেহ বুঝিল না এই বঞ্চিতদের ব্যথা?
কেমন করিয়া দিয়া কেড়ে নিল তাঁদের কৃপার দান,
তুমি যে ছিলে এ বাঙলার আশা প্রদীপ অনির্বাণ।

তোমার গরবে গরব করেছি, ধরারের ভেবেছি সরা;
ভূলিয়া গিয়াছি ক্লৈব্য দীনতা উপবাস ক্ষুধা জরা।
মাথার উপরে নিত্য জ্বলিতে তুমি সূর্যের মত,
তোমারি গরবে ভাবিতে পারিনিঃ আমরা ভাগ্যহত।

এত ভালোবাসিতে যে তুমি এ ভারতে ও বাঙলায়,
কোন্ অভিমানে তাঁদের আঁধারে ফেলে রেখে গেলে, হায়।
বল-দর্পীর মাথার উপরে চরণ রাখিয়া আর
রক্ষা করিবে কে এই দুর্বলের সে অহংকার?
হের, অরণ্য-কুন্তল এলাইয়া বাঙলা যে কাঁদে,
কৃষ্ণা-তিথির অঞ্চলে মুখ লুকায়েছে আজ চাঁদে।
শ্রাবণ মেঘের আড়াল টানিয়া গগনে কাঁদিছে রবি,
ঘরে ঘরে কাঁদে নরনারী, ''ফিরে এস আমাদের কবি।''

ভারত-ভাগ্য জ্বলিছে শ্মশানে, তব দেহ নয়, হায়।
আজ বাঙলার লক্ষ্মীশ্রীর সিঁদুর মুছিয়া যায়।
আজ প্রাচ্যের কাব্যছন্দ সুরের সরস্বতী
তোমার শ্মশান-শিখায় দগ্ধ করিল চাঁদের জ্যোতি।

এত আত্মীয় ছিলে তুমি বুঝি আগে বুঝে নাই কেহ;
পথে পথে আজ লুটাইছে কোটি অশ্রু-সিক্ত দেহ।
যেই রস-লোক হতে এসেছিলে খেলিতে এ পৃথিবীতে,
সেথা গিয়া তুমি মোদেরে স্মরিয়া কাঁদিবে না কি নিভৃতে?
তোমার বাণীর সুরের অধিক প্রিয়তম ছিলে তুমি,
বাঙলার শ্রীর চেয়ে ভালোবেসেছিলে এ বঙ্গভূমি।
আশ্বাস দাও, হে পরম প্রিয় কবি, আমাদের প্রাণে,
ফিরিয়া আসিবে নব রুপ লয়ে আবার মোদের টানে।
এত রস পেয়ে নীরস শীর্ণ ক্ষুধিত তরে
কেন কেঁদেছিলে, কেন কাঁদাইলে আজীবন প্রেম ভরে।

শুনেছি, সূর্য নিভে গেলে হয় সৌরলোকের লয়;
বাঙলার রবি নিভে গেল আজ, আর কাহারও নয়।
বাঙালি ছাড়া কি হারালো বাঙালি কেহ বুঝিবে না আর,
বাঙলা ছাড়া এ পৃথিবীতে এত উঠিবে না হাহাকার।
মোদের আশার রবি চলে গেলে নিরাশা-আঁধারে ফেলে,
বাঙলার বুকে নিত্য তোমার শ্মশানের চিতা জ্বেলে।
ভূ-ভারত জুড়ে হিংসা করেছে এই বাঙলার তরে-
আকাশের রবি কেমনে আসিল বাঙলার কুঁড়ে-ঘরে।

এত বড়, এত মহৎ বিশ্ববিজয়ী মহা-মানব
বাঙলার দীন হীন আঙিনায় এত পরমোৎসব
স্বপ্নেও আর পাইব কি মোরা? তাই আজি অসহায়
বাঙলার নর-নারী, কবি-গুরু, সান্ত্বনা নাহি পায়।

আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ,
সে-আশিস যে লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।
বিদায়ের বেলা চুম্বন লয়ে যাও তব শ্রীচরণে,
যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে।

‘সওগাত, ভাদ্র ১৩৪৮ (কলিকাতা রেডিও-যোগে প্রচারিত)

সৌজন্যেঃ নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ সংস্করণ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৪১-৫৪৩।

Home